দৈনিক জনকণ্ঠ

26 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডিগ্রীতে ফল বিপর্যয় গ্রেস দিয়েও ঠেকানো যাচ্ছে না!

মোশতাক আহমেদ ॥ ফল বিপর্যয় ঠেকিয়ে দেশের ডিগ্রী পাসের হার বাড়ানোর জন্য গত তিন বছর ধরে ইংরেজীতে কমন গ্রেস দিয়েও পাসের হার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানো যাচ্ছে না। ঠেকানো যাচ্ছে না পরীক্ষার ফল বিপর্যয়। এতে দেশের কলেজগুলোর ইংরেজী শিক্ষার দৈন্যদশার কথাই বার বার প্রতিফলিত হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০২ সালের ডিগ্রী পাস, সাবসিডিয়ারি ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার ফল বুধবার সারা দেশে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় শতকরা পাসের হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৪ দশমিক ৭৭ ভাগ। অর্থাৎ এক শ' পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৬ জনেরও বেশি ফেল করেছে। তাও আবার ইংরেজী আবশ্যিক বিষয়ে ৬ নম্বর কমন গ্রেস দিয়ে পাসের হার বাড়ানো হয়েছে। গ্রেস না দিলে পাসের হার ২০-এর কোটায় চলে আসত। শুধু ইংরেজীতে কমন গ্রেস নয়, অন্যান্য বিষয়েও এগ্রিগেটে এক নম্বর গ্রেস দেয়া হয়েছে বলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে। অর্থাৎ একটি বিষয়ে মোট পাস নম্বরের চেয়ে এক নম্বর কম

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর ক: দেখুন)

ডিগ্রীতে ফল বিপর্যয়

(প্রথম পাতার পর)

থাকলে উক্ত বিষয়ে এক নম্বর গ্রেস দিয়ে পরীক্ষার্থীকে পাস করানো হয়েছে। এত কিছু করেও পাসের হার দাঁড়াল মাত্র ২৪ দশমিক ৭৭ ভাগে, যা গত বছরের তুলনায় ৯ দশমিক ৫২ ভাগ কম। গত বছর ডিগ্রী পরীক্ষার পাসের হার ছিল শতকরা ৩৪ দশমিক ২৯ ভাগ। আর তখনও ইংরেজী বিষয়ে ৬ নম্বর কমন গ্রেস দিয়ে পাসের হার বাড়ানো হয়েছিল।

শুধু গত দুই বছরেই নয়, এর আগের বছর অর্থাৎ ২০০০ সালের (২০০১ সালে অনুষ্ঠিত) ডিগ্রী পরীক্ষার ফলেও ইংরেজীতে ৫ নম্বর কমন গ্রেস দিয়ে পাসের হার বানানো হয়েছিল শতকরা ৩৩ দশমিক ০৮ ভাগ।

গত তিন বছরে দেখা গেছে, প্রতিবছরই ইংরেজীতে ৫ থেকে ৬ নম্বর করে কমন গ্রেস দেয়া হচ্ছে। তার পরও পাসের হার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারছে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা ছিল, পাসের হার শতকরা ৪০ ভাগে উন্নীত করা গেলেও একটি সম্মানজনক অবস্থায় থাকা যেত। কিন্তু ৪০ ভাগ দূরের কথা, ৩৫-এর কোটাই পার হতে পারছে না। গত তিন বছরের মধ্যে গত বছর কেবল ৩৪ দশমিক ২৯ ভাগ পাসের হার ছিল। আর বাকি দু'বছরই পাসের হার ২৫-এর কোটায়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে কর্তৃপক্ষ ইংরেজী বিষয়ে ফেল করাকেই অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচনা করেছে। আর ইংরেজীতে ফেল করার অন্যতম কারণ হলো কলেজগুলোর ইংরেজী শিক্ষার দৈন্যদশা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, দেশের অধিকাংশ ডিগ্রী কলেজে, বিশেষ করে বেসরকারী কলেজগুলোতে দক্ষ ইংরেজী শিক্ষক নেই। নিয়মানুযায়ী তিনজন করে শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও অধিকাংশ কলেজে একজনের মতো নামকাওয়াস্তে শিক্ষক রয়েছেন। থাকলেও আবার বছরের বেশির ভাগ সময়ই ক্লাস হয় না। সে কারণেও শিক্ষার্থীরা ইংরেজী বিষয়ে থাকে একেবারেই অজ্ঞ। ফলে ফেল করে। তা ছাড়া আসন বিন্যাসের কারণে নকল করতে না পারায়ও রেজাল্ট খারাপ হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারের ডিগ্রী পরীক্ষায়ও তারই প্রতিফলন হয়েছে। ডিগ্রী পরীক্ষাসহ দেশের পাবলিক পরীক্ষায় ইংরেজী বিষয়ে ফেল করা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক খোন্দকার আশরাফ হোসেন জানান, এটি সার্বিকভাবে শিক্ষার অবক্ষয়েরই প্রতিফলন। তবে অন্যতম কারণ হিসাবে তিনি বলেন, কলেজগুলোতে ইংরেজী পড়ানো হয় না। অনেক কলেজের শিক্ষকই ভাল ইংরেজী জানেন না। তা ছাড়া সাধারণভাবে শিক্ষায় ধস নেমেছে। কেবল ইংরেজী নয়, বাংলায়ও অনেক পরীক্ষার্থী ফেল করছে। বিদেশী ভাষা হিসাবে ইংরেজীর প্রভাবটা বেশি হচ্ছে। তিনি জানান, সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থাতেই অবক্ষয় দেখা দিয়েছে।

প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা

এসব চিঠির নির্দেশ অ...
করে চলছেন না। এর কারণ...
কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না...
মেনে চলে না তাদের স...
নিতে পারি না।
কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে...
না। তাদেরকে এ...
নিয়মিত কাজ...
ক্ষমতাসীনদে...
সমর্থক ক...
ব্যবস্থা গ্র...
হচ্ছে...
অনে...
হয়ে...
ক...